ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রাশমিকা-আলিয়ার পর এবার ডিপফেকের শিকার প্রিয়াঙ্কা!

পৃঃ ৫

যতদিন হাঁটতে পারব, ততদিন আইপিএল খেলব: ম্যাক্সওয়েল

পৃঃ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৩৫ ● কলকাতা ● ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী পদে

আনা হল আদিবাসী মুখকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পুরনো এবং পরীক্ষিত মুখ নয়, নতুন মুখেই আস্থা রাখল বিজেপি। ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইকে বেছে নিতে নিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ।বিজেপি সূত্রের খবর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'সুনজরে' থাকা বিষ্ণু রাজ্য রাজনীতিতে রমন সিংহের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। বিষ্ণুর কেন্দ্রে প্রচারে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে বিষ্ণুকে বড় দায়িত্ব দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিষ্ণুর নাম চূড়ান্ত হতেই তাঁকে এক্স (সাবেক টুইটার) মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, ছত্তীসগঢ়ের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বঘেল।

বিষ্ণুর নাম চূড়ান্ত হওয়ার পরে স্পষ্ট যে, আদিবাসী অধ্যুষিত এই রাজ্যে প্রথম বারের জন্য কোনও আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসবেন।

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণেও দেখা গিয়েছে, ছত্তীসগঢ়ের তফসিলি জাতি এবং তফসিলি জনজাতিদের সিংহভাগ ভোট এ বার বিজেপির অনুকূলে গিয়েছে। অথচ ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটে এই ভোটই গিয়েছিল কংগ্রেসের ঝুলিতে। মনে করা হচ্ছে, লোকসভা ভোটের আগে আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ণ রাখতেই বিষ্ণুকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিল পদ্মশিবির। রবিবার রায়পুরে দলের নবনির্বাচিত

এরপর ৩ পাতায়

মাসে মাসে টাকা! সঙ্গে বাড়ি তৈরির জন্য

১ লক্ষ ২০ হাজার, 'উত্তরে' কল্পতরু মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরবঙ্গে গিয়েও 'কল্পতরু' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একের পর এক ঘোষণা। জমির পাট্টা থেকে শুরু করে বাড়ি তৈরির টাকা। সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য মাসিক ১ হাজার ৫০০ টাকা ভাতা। চব্বিশের নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে বিজেপি-কে টক্কর দিতে তবে কি, সরকারি অনুদানকেই 'হাতিয়ার' করতে চাইছে তৃণমূল!২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার থেকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল। যদিও ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ভাল ফল করেছিল শাসকদল। কিন্তু, এবার ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ২০১৯-এর ব্যর্থতা কাটিয়ে আরও ভাল ফল করতে চায় শাসকদল। কার্যত উত্তরবঙ্গই এবার টার্গেট খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রবিবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একাধিক সরকারি পরিষেবা তুলে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের হাতে। পাশাপাশি, চা শ্রমিক-সহ প্রায় ৬ হাজার মানুষকে জমির পাট্টাও দেওয়া হয় এদিন। তবে এই সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে, চা শ্রমিকদের জন্য মাসিক দেড় হাজার টাকা দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতির ঘোষণা। যাঁকে মমতার মাস্টার স্ট্রোক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আলিপুরদুয়ার থেকে মোট ২৬ হাজার মানুষকে জমির পাট্টা দেওয়া হবে। যার মধ্যে ৬ হাজার পাট্টা দেওয়া হয় এদিন। মমতার ঘোষণা, "চা সুন্দরী প্রকল্পে (বাড়ি) তো আমরা দিয়েছি। জমির পাট্টার সঙ্গে আমরা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়ে দেব। এটা আমরা

এরপর ৩ পাতায়

গীতা-মঞ্চে জায়গা হবে না সুকান্ত বা শুভেন্দুরও,

'ভক্ত' রূপে আসন পাতবেন ভূমিতেই!

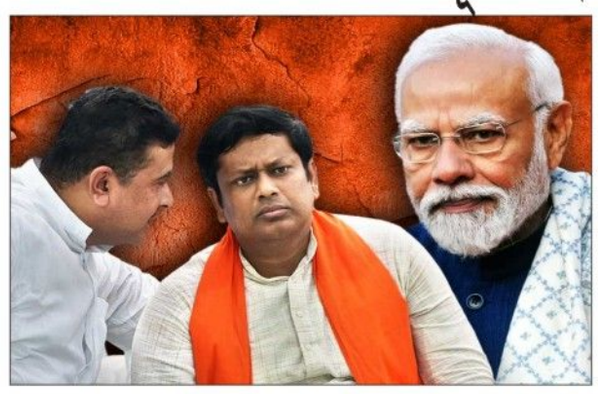

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' কর্মসূচি। উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কিন্তু সেই মঞ্চে জায়গা পাবেন না রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির সব সাংসদ, বিধায়ক, নেতাকে ওই অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে বলা হলেও সকলকে মঞ্চের সামনে 'ভক্ত' রূপেই বসতে হবে।

মঞ্চে নেতারা উপস্থিত না থাকলেও বিজেপি ইতিমধ্যেই জোরকদমে ওই অনুষ্ঠান সফল করার উদ্যোগী হয়েছে। নেতারা নিজেদের মতো করে প্রচার চালাচ্ছেন। সাংসদ, বিধায়করা নিজেরা তো হাজির থাকবেনই সেই সঙ্গে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে আসবেন। একই ভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ সঙ্ঘ পরিবারের সব সংগঠনই ব্রিগেডের অনুষ্ঠান সফল করার উদ্যোগী হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত বলেন, "ওই দিনের যে অনুষ্ঠান, তা তো আমাদের নয়। তবে আমরা সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করব। মঞ্চ তো নয়ই, আয়োজকরা আমাদের যেখানে বসতে বলবেন, সেখানে বসে গীতাপাঠ করব।"করতে হবে গীতাপাঠ। এমন মানসিক প্রস্তুতি রাখার কথা ইতিমধ্যেই সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে গেরুয়া শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে।

সাধারণ ভাবে বিজেপিতে

এরপর ৩ পাতায়

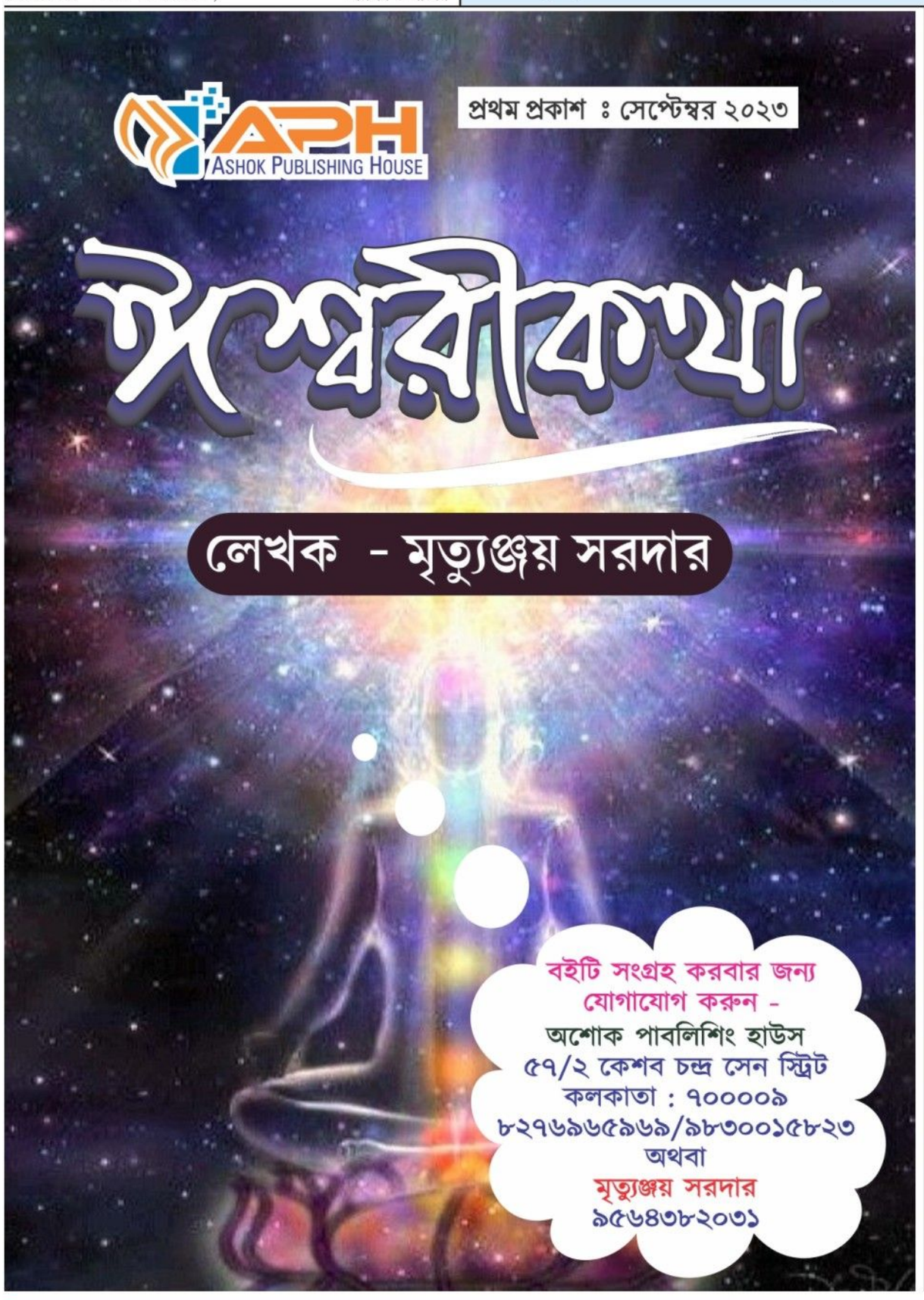

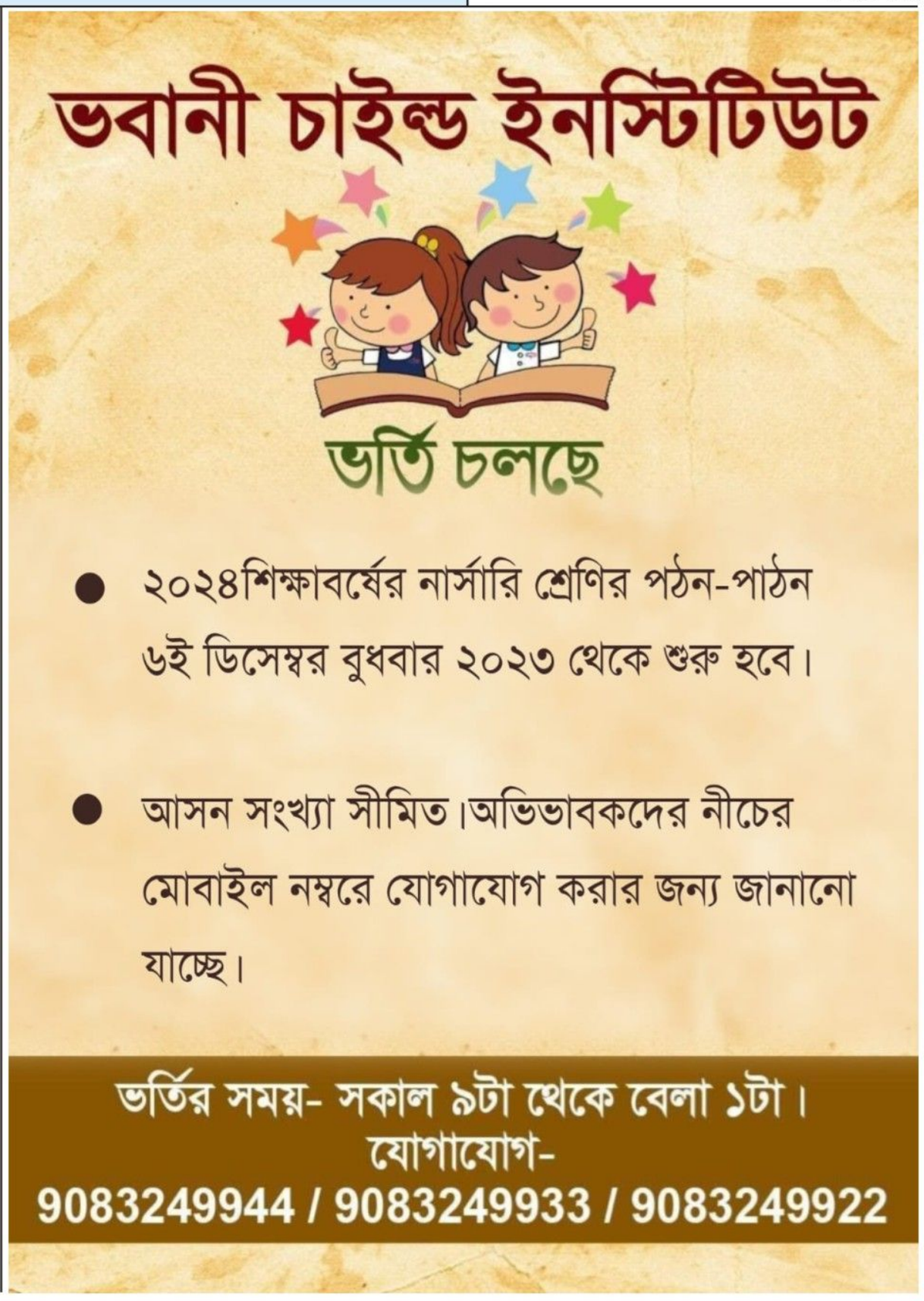

নবীন প্রজন্মকে এগিয়ে দেওয়ার

সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্যই নিজের উত্তরসূরির নাম ঘোষণা করেছেন বহুজন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো মায়াবতী । নিজের ভাইপো আকাশ আনন্দকেই সেই দায়িত্ব দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এনিয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় রাজনীতিতে নানা প্রতিক্রিয়া মিলছে। বাংলার শাসকদলও এনিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।উল্লেখ্য, তৃণমূল সর্বদা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল বলে দাবি করে। সেখানে দাঁড়িয়ে কুণাল ঘোষের এই প্রতিক্রিয়া মায়াবতীর উত্তরসূরির সঙ্গে দলের সুসম্পর্ক স্থাপন করারই বার্তা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ।দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'মায়াবতীজির সিদ্ধান্ত তাঁদের নিজেদের দলের ব্যাপার। তবে তিনি নতুন প্রজন্মকে তুলে আনতে চাইলেন, সেই প্রতিনিধিকে অভিনন্দন বা স্বাগত জানাই। আশা করি, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে কাজ করবে।'

চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে সংগঠন নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মায়াবতী। দলীয় বৈঠকে বিএসপি সুপ্রিমো ঘোষণা করে দিয়েছেন, এবার থেকে উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড ছাড়া তাঁর দলের সব রাজ্যের কাজকর্ম দেখবেন তাঁর ভাইপো আকাশ আনন্দ। এমনিতে বিএসপি জাতীয় দল। তবে উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের বাইরে প্রভাব সীমিত। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাবের মতো কিছু রাজ্যে বিএসপির প্রভাব থাকলেও সেসব জায়গায় কমজোর সংগঠন। আপাতত ওই রাজ্যগুলিতেই সংগঠন বাড়ানোর দায়িত্ব পড়ছে আকাশের উপর।

বিএসপি সুপ্রিমোর এই সিদ্ধান্তে দলের অনেকেই খুশি নন। শুরু হয়েছে সমালোচনা। তৃণমূল অবশ্য মায়াবতীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'মায়াবতীজি কী সিদ্ধান্ত নিলেন, সেটা তাঁদের বহুজন সমাজবাদী পার্টির নিজেদের ব্যাপার। তা নিয়ে মন্তব্য করব না। তবে উনি যে নতুন প্রজন্মকে এভাবে এগিয়ে দিতে চাইছেন, তাকে স্বাগত জানানো যেতেই পারে। এখন তো নতুন প্রজন্মকেই কাজ করতে হবে। তাঁদের গাইড করার জন্য অবশ্যই মায়াবতীজি ও দলের অন্যান্য বর্ষীয়ান নেতারা থাকবেন। কিন্তু রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যুব প্রজন্মকেই। আশা করি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে কাজ করবে।'

বর্তমান বিশ্বে সহনশীলতা ও অগ্রগতির

এক বিশেষ প্রতীক হল ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইনফিনিটি ফোরামের দ্বিতীয় পর্যায়ে আজ বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ইনফিনিটি ফোরাম হল অর্থ-প্রযুক্তি অর্থাৎ, ফিনটেক বিষয়ক একটি বিশেষ মঞ্চ যেখানে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ইনফিনিটি ফোরামের এই দ্বিতীয় পর্বটি আয়োজিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টার্স অথরিটি (আইএফএসসিএ) এবং গিফট সিটির যৌথ ব্যবস্থাপনায়। 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট, ২০২৪'-এর প্রাক-প্রস্তুতিকালে এটি হল এক বিশেষ উদ্যোগ। ইনফিনিটি ফোরামের দ্বিতীয় পর্বের আলোচ্য থিম বা বিষয়বস্তু হল-'গিফট-আইএফএসসি : নার্ভ সেন্টার ফর নিউ এজ গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস'।

অনুষ্ঠানের সমাবেশে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী অতিমারী কবলিত বিশ্ব যেভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছিল তার অতীতচারণ করে বলেন যে অতিমারীর সেই ভয়ঙ্কর অধ্যায় যদিও আমরা অতিক্রম করে এসেছি, তাহলেও উদ্বেগ ও আশঙ্কার মেঘ কিন্তু এখনও পুরোপুরি কাটেনি। কারণ, এরপরেও রয়েছে বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, মুদ্রাস্ফীতির উচ্চহার এবং ক্রমাগত ঋণের চাপ। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও ভারত সহনশীলতা ও অগ্রগতির একটি প্রতীক রূপে বিশ্বকে আলোর পথ দেখিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গিফট সিটিতে এই ধরনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন গুজরাটের গর্বকে এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে। 'গরবা' একটি স্পর্শাতীত তথা অতিন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি

এরপর ৩ পাতায়

মারণরোগ না কি অপুষ্টি?

মুর্শিদাবাদে ২৪ ঘণ্টায় ১১ শিশুমৃত্যু

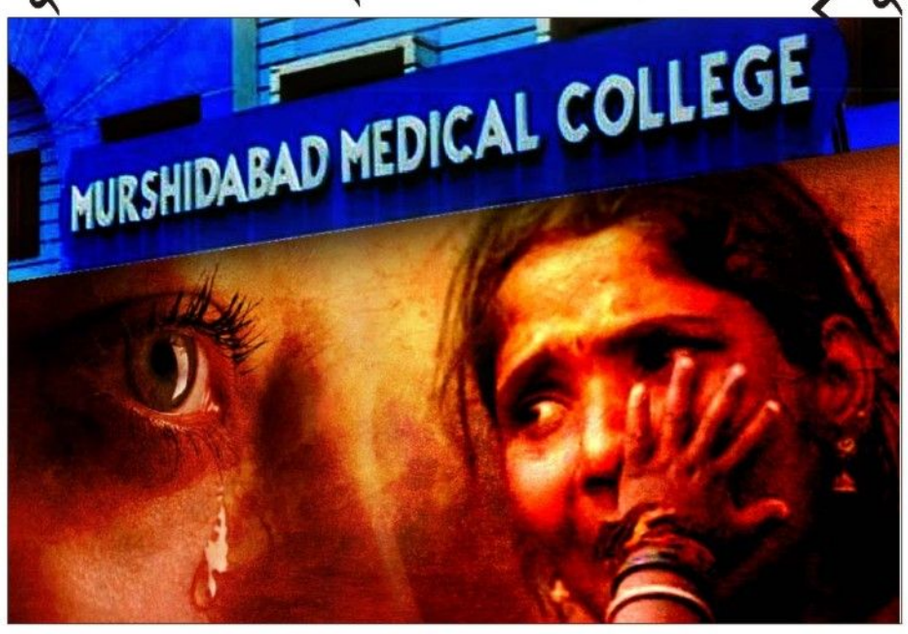

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েক ঘণ্টা আগে সন্তানহারা হয়েছে জঙ্গিপুরের জাহানারা (নাম পরিবর্তিত)। পুত্রশোকে ভেঙে পড়েছে। হাসপাতালের এক কোণে মাথা নিচু করে বসে। কেউ এক জন নাম ধরে ডাকতে ধীরে ধীরে মুখ তুলল সে। সন্তানহারা এই মায়ের বয়স কত হবে? মেরেকেটে ১৭ বছর। শুধু জাহানারা নয়, গত বুধবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে যে ১১টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে সাত জনের মা নাবালিকা। গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার কমিশনের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য প্রসূন ভৌমিকের দাবি, "আসলে এখনও বাবা-মায়েরা ছেলেদের প্রতি যতটা যত্নবান হন, কন্যাসন্তানের প্রতি ততটা নন। এই ভয়াবহ সামাজিক অভিশাপেই এক নাবালিকার অল্প বয়সে মা হতে হয়। প্রসবের সময় প্রাণের ঝুঁকি থাকে তাদের দু'জনেরই।" তাই মুর্শিদাবাদে শিশুমৃত্যুর প্রাথমিক কারণ অপুষ্টি হলেও, আসল রোগটা যে অনেক গভীরে, সে ব্যাপারে সব বিশেষজ্ঞই মোটামুটি একমত। তার পরেও এত শিশুমৃত্যুর দায় কার, সেই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।বস্তুত, শিশুমৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে গিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা অপরিণত বয়সে মা হওয়াকেই অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন।

একের পর এক শিশুমৃত্যুর কারণ নিয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ এবং জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল একে অন্যের দিকে দায় ঠেলেছে। পরিস্থিতি দেখে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। শনিবার দফায় দফায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক এবং নার্সদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শিশুমৃত্যুর কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছে স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি দল। তাতে উঠে আসে একটি তথ্য। দেখা যাচ্ছে, সদ্য সন্তান হারানো মায়েদের ঠিকানা আলাদা হলেও তাদের বেশির ভাগের মধ্যে একটি মিল, অপরিণত বয়সে বিয়ে এবং মা হওয়া। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, চিকিতসায় কোনও গাফিলতি ছিল না। বরং চিকিৎসকদের সব চেষ্টা সত্ত্বেও অসুস্থ শিশুগুলোকে বাঁচানো যায়নি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃত শিশুদের প্রত্যেকে অপুষ্টিতে ভুগছিল। সদ্যোজাতদের গড় ওজন ছিল ৬০০ গ্রামের নীচে। আর তাদের মায়েদের বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর। মায়েদের গর্ভস্থ ভ্রূণের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হওয়ার আগেই 'অকাল' প্রসবের ফলে নানাবিধ শারীরিক জটিলতায় ভুগতে শুরু করে শিশুগুলি। স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিদের সে কথাই জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এক চিকিৎসকের কথায়, "আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ছিল না। অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে শিশুদের।" আর অপুষ্টির কারণ খুঁজতে গিয়ে গোড়ায় গলদ খুঁজে পেল অনেকেই বিষয়। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার ১৬ বছর বয়সি এক কিশোরী বৃহস্পতিবার ৪৬০ গ্রাম ওজনের একটি সন্তানের জন্ম দেয়। জঙ্গিপুরের ১৭ বছর ৩ মাস বয়সি এক নাবালিকা যে সন্তান প্রসব করে, তার ওজন ছিল ৫১০ গ্রাম। শুধু এই দুই মা নয়, ২৪ ঘণ্টায় যে ১১ সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মায়েরা সবাই হয় নাবালিকা নয়তো সবে আঠারো পেরোনো। আসলে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিতে না দিতেই মেয়েদের পাত্রস্থ করার 'চল' এখনও রয়েছে মুর্শিদাবাদের গ্রামগঞ্জে। বাল্যবিবাহ রুখতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের একাধিক প্রকল্প রয়েছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে গেলে দেখা যাবে বাল্যবিবাহের ছবি। আর তারই ফলশ্রুতিতে অপুষ্টিজনিত সমস্যা নিয়ে শিশুদের জন্ম হয়। জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন অসুখে ভুগতে থাকে তারা। তাই, ১১ শিশুর মৃত্যু কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বলে মনে করছেন জেলার প্রবীণ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা আধিকারিক চিকিৎসক অসীম দাস মালাকারের কথায়, "একটি ৪০০ গ্রাম ওজনের বাচ্চা ছিল। সে পাঁচ মাস মায়ের গর্ভে ছিল। আর এক জন ছিল ৯০০ গ্রামের। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাদের বাঁচানো যায়নি।" আর একটি তথ্য দিলেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অমিত দাঁ। তিনি বলেন, "১৬ থেকে ১৭ বছরের মেয়ে মা হচ্ছে। তার ফলে কম ওজনের পাশাপাশি জন্মগত ত্রুটি নিয়ে সন্তানের জন্ম হচ্ছে।" কমবয়সি মেয়েদের বিয়ে ঠেকাতে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে আরও প্রচারের প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। চিকিৎসকের সংযোজন, "আশাকর্মীদেরও আরও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রশাসনকেও আরও সজাগ হতে হবে।'

স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা যুব সম্মেলন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোল পার্ক-এর সহযোগিতায় আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চকমাণিক রামকৃষ্ণ পাঠ মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী জেলা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় দেড়শো প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভাপতিত্ব করেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের যুব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ মহারাজ। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সমিতির আহ্বায়ক সুমন বিশ্বাস। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হোটর শ্রী শ্রী সারদা আশ্রমের গৌরচন্দ্র হাজরা, অনুপ মাইতি প্রমুখ। অঙ্গনা ঘোষ, কৃত্তিকা মণ্ডল, মৃত্তিকা মণ্ডল ও আরো কয়েকজন বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে। সবশেষে আগামী দু'বছরের জন্য জেলা পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। নবগঠিত পরিচালন সমিতির উল্লেখযোগ্য পদাধিকারীরা হলেন উপদেষ্টা তপনকান্তি মণ্ডল, সভাপতি গৌরচন্দ্র হাজরা, আহ্বায়ক সুমন বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ কার্তিক ভৌমিক প্রমুখ।

সারা ভারত কীর্তন,

ভক্তিগীতি বাউল সম্মেলন

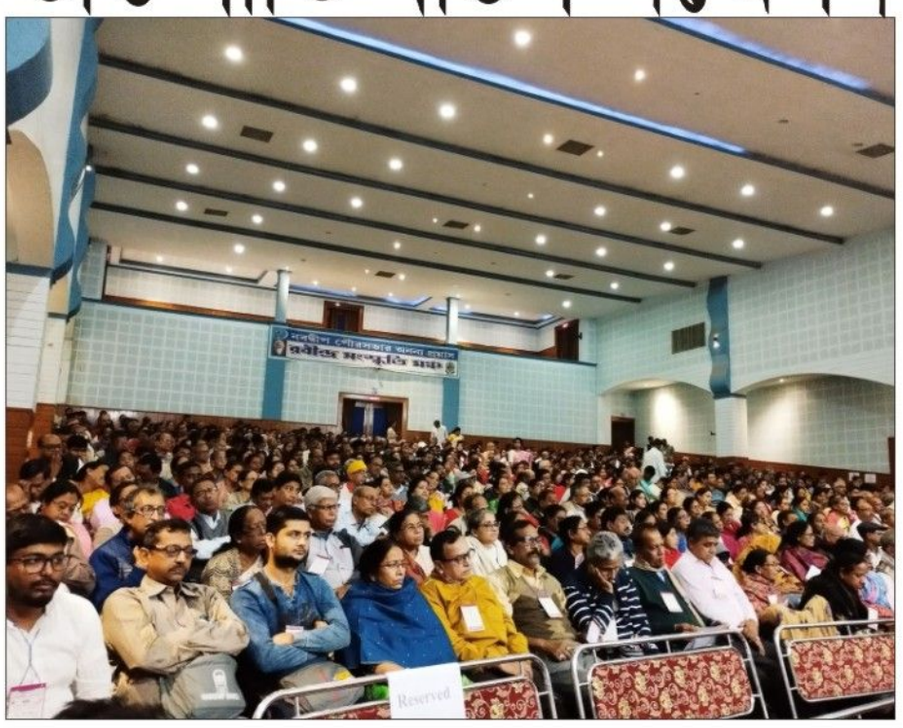

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : ২০২৪ এর লোকসভা আগত শুরু হয়ে গেছে রাজনীতিকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন রকম সম্মেলন। খেটে খাওয়া দিনমজুর সমস্ত মানুষদের নিয়ে চলছে এ সম্মেলন।সারা ভারত কীর্তন বাউল ভক্তিগীতি শিল্পী সংসদের ডাকে নবদ্বীপ ধাম রেলওয়ে রিক্রেশন এর মাঠে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। ১০ই নভেম্বর রবিবার দুপুর দুটো থেকে এই সম্মেলন শুরু হল নবদ্বীপ ধামে, রাত্রি পর্যন্ত চলবে এই সম্মেলন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী সংসদ শান্তনু ঠাকুর, উপস্থিত হন রাজ্য সভাপতি সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত হন বিভিন্ন শিল্পীরা। শিল্পীদের সঙ্গে ছিল বাজনা ঢাক ঢোল তাসা কাসা খঞ্জনি বাঁশি সমস্ত কিছু নিয়ে তারা এই সভায় উপস্থিত হয়। শিল্পীদের আসার কারণ তারা এই শিল্পী সংসদের ডাকে নবদ্বীপে পৌঁছেছে তাদের শিল্পী কার্ড অর্থাৎ পরিচয় পত্র পাওয়ার জন্য। ক্ষোভের সহিত বলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাদের লোক দেখে দেখে শিল্পী কার্ড দিয়েছে এবং ভাতা দিচ্ছে, কিন্তু বহু মানুষ তাদের নিজস্ব শিল্পী সত্তা থাকা সত্ত্বেও শিল্পী কার্ড পাচ্ছে না এবং ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আজকের এই সভায় আহ্বান করা হয়েছে যারা শিল্পী তাদের কার্ড দেওয়া হবে বলে। অনেকে বলেন আজকে কার্ড দেবে না আজকে সম্মেলনে আমরা উপস্থিত হয়েছি এই সম্মেলনের পরে আমাদের বিভিন্ন জেলা স্তর থেকে কার্ড দেওয়া হবে। তাদের প্রশ্ন করা হয় আপনারা কেন্দ্রের কার্ড পাবেন না রাজ্যের কার্ড পাবেন, উত্তরে তারা বলেন আমরা কিছু জানি না। আমাদের বিভিন্ন কর্মীদের মাধ্যম দিয়ে জানানো হয়েছে আমরা তাই এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি। এই শিল্পীদের মধ্যে অনেকে পেশায় কেউ দিনমজুর কেউ চাষী আবার কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আবার দেখা মিলল কেউ গান-বাজনা করেই দিনযাপন করেন। তাহলে প্রকৃত শিল্পী কারা এবং কারা এই শিল্পী কার্ড পাবে। নাকি আগামী লোকসভা কে কেন্দ্র করে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। দুই সাংসদ বক্তব্যে বলেন রাজ্যে একজন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি আছেন তিনি সমস্ত দিক থেকে রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করছেন। রাজ্যের চোরের রাজত্ব চলছে সর্বত্র। কোন চাকরি নেই চাকরির নামে প্রলোভন দিয়ে সমস্ত ছাত্র-যুবকদের বঞ্চিত করছে। এখন আবার সর্বত্র নিয়ে চলছে জোটের রাজত্ব, বুঝা যাচ্ছেনা এদের জোট না ঘোট। চারটি রাজ্যের ফলাফল সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছে তাহলে তারা আশা করে কি করে কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠন করবে। আমরা সাধারণ মানুষসহ এই শিল্পীদের পাশে আছি সারা জীবনের মতন থাকবো মানুষের হয়ে লড়াই করাটাই আমাদের কাজ। বাংলাকে সুন্দরভাবে সাজালে আপনারা কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হবেন না।শিল্পীদের কার্ড দেওয়া হবে বলে আশ্বাস করে গেলেন, কিন্তু কার্ড কিভাবে পাওয়া যাবে সেই টি উল্লেখ করলেন না। কোন শিল্পী যাতে না বঞ্চিত হয় সেজন্য প্রত্যেক এলাকার যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন তাদেরকে লক্ষ্য রাখার জন্য বলে গেলেন। সন্ধ্যায় বিভিন্ন রকম গান অনুষ্ঠিত হয়।

১-ম পাতার পর

মাসে মাসে টাকা! সঙ্গে বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার, 'উত্তরে' কল্পতরু মমতা

করব। "এরপরেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "ভুটিয়া বস্তি যেটা আছে, সেই জায়গা থেকেও ওদের নিয়ে আসো। এখানে ওদের এস্টাব্লিশ করো..যে চা বাগানগুলো বন্ধ, তাদের শ্রমিকদের ১৫০০ টাকা করে দিয়ে দিও। এই মাস থেকে দিয়ে দাও। শ্রম দফতরের সচিবকে বলব।"

জমির পাট্টা, বাড়ি তৈরির জন্য লক্ষাধিক টাকা থেকে শুরু করে নগদ ভাতা। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ঘোষণাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা। বিশেষত, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আলিপুরদুয়ার এসেছিলেন সেই সময় জানিয়ে গিয়েছিলেন চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। এদিন সেই প্রতিশ্রুতিই কার্যত পূরণ করলেন মমতা। এদিন আলিপুরদুয়ারের বন্ধ হয়ে যাওয়া ৬টি চা বাগান খোলার ব্যবস্থা করারও প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী।২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ও কর্মসূচির কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্শিয়াং থেকেই জিটিএ-র জন্য একগুচ্ছ সুবিধার কথা ঘোষণা করেছেন। এবার নজরে উত্তরবঙ্গের আরও এক জেলা আলিপুরদুয়ার।

১-ম পাতার পর

গীতা-মঞ্চে জায়গা হবে না সুকান্ত বা শুভেন্দুরও, 'ভক্ত' রূপে আসন পাতবেন ভূমিতেই!

এটাই দস্তুর যে, সরকারি অনুষ্ঠান না হলে প্রধানমন্ত্রীর পাশে অবশ্যই থাকার সুযোগ পান কোনও রাজ্যের সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী বা বিরোধী দলনেতা। কিন্তু ব্রিগেডের সমাবেশের ক্ষেত্রে তা হবে না। কারণ, আড়াল থেকে বিজেপি-সহ গোটা গেরুয়া শিবির এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা হলেও অনুষ্ঠানটি হচ্ছে বিভিন্ন মঠ-মিশনের সমবেত উদ্যোগে 'অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ'-এর নামে। পরিষদ ঠিক করেছে, এই কর্মসূচি যে হেতু সম্পূর্ণ 'অরাজনৈতিক' এবং 'ধার্মিক' তাই কোনও রাজনীতিকই মঞ্চে জায়গা পাবেন না। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে থাকবেন মোদী। মোদী ছাড়াও মঞ্চে থাকবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মঞ্চেই বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে বক্তব্য রাখতে পারবেন না। মূল কর্মসূচি সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠ। তবে অল্প সময়ের জন্য বক্তব্য রাখতে পারেন মোদী। আর বলবেন ওই দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি গুজরাতের দ্বারকামঠের বর্তমান শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী। ব্রিগেডের কর্মসূচির প্রধান সংগঠক মানস ভট্টাচার্য বলেন, "ওই দিন ব্রিগেডে মূল অনুষ্ঠান গীতাপাঠ। ১৮ অধ্যায়ের গীতার মধ্যে থেকে বাছাই পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করা হবে। সকলকে গীতা নিয়ে আসতে হবে। আমারও গীতা দেব। প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগ নিয়ে কিছু বলতে পারেন। তবে মূল আশীর্বাণী দেবেন দ্বারকা মঠের শঙ্করাচার্য। আর কোনও বক্তৃতার কর্মসূচি থাকছে না।"

১-ম পাতার পর

ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী পদে আনা হল আদিবাসী মুখকে

৫৪ জন বিধায়ককে নিয়ে বৈঠকে বসেন পর্যবেক্ষকেরা। সেই বৈঠকেই বিষ্ণুর নামে সম্মতি জানান অধিকাংশ বিধায়ক।ওই সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে থাকলেও মূলত বয়সের কারণে এবং রাজনৈতিক ভারসাম্যের অভাবে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে ছত্তীসগঢ়ের তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংহকে। বিষ্ণু ছত্তীসগঢ়ের রায়গড় লোকসভা কেন্দ্রের চার বারের সাংসদ। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এক টানা ২০ বছর সাংসদ ছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে প্রথম মোদী মন্ত্রিসভায় ইস্পাত প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান তিনি। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ছিলেন ছত্তীসগঢ়ের বিজেপি সভাপতি। এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে কুঁকুড়ি বিধানসভা আসন থেকে জয়ী হন তিনি।১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দু'দফায় বিধায়ক হিসাবেও নির্বাচিত হন বিষ্ণু।

কার্গিল দখলের বিরোধিতা করেছিলাম, তাই পারভেজ মুশারফ গদিচ্যুত করেন', দাবি নওয়াজ শরিফের

লাহোর, ১০ ডিসেম্বর: নিউজ সারাদিন : প্রতিবেশী ভারত এবং অন্য দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ।তিনি বলেন, "ভারত, আফগানিস্তান এবং ইরানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও ভালো করতে হবে। চিনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা দরকার।" পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে।এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। এই পিছিয়ে থাকা নিয়ে তিনি আরেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকেই দায়ী করেন। নওয়াজ বলেন, "আমি জানি না, কেন একজন অনভিজ্ঞ লোককে দেশ চালানোর ভার দেওয়া হয়েছে। ইমরান খানের সরকারের সময়ে (২০১৮-২০২২) দেশের অর্থনীতি ক্রমশ নিম্নগামী হয়েছে। এরপর ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে শেহবাজ শরিফ সরকারের দায়িত্ব নেয়। দেশকে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচায়।"তাই কার্গিল দখলের প্রতিবাদ করেছিলেন। আর সেই কারণেই তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন প্রয়াত জেনারেল পারভেজ মুশারফ। শনিবার এমনটাই দাবি করলেন নওয়াজ শরিফ।

৪ বছর স্বেচ্ছানির্বাসনে কাটানোর পর অক্টোবর মাসে তিনি লন্ডন থেকে পাকিস্তানে ফিরেছেন। আগামী বছরের প্রথম দিকেই দেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা।লাহোরে সেই সংক্রান্ত একটি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ বা পিএমএল-এনের প্রধান নওয়াজ। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কেন সময়ের আগেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে সরে যেতে হয়েছিল?

এর উত্তরে শেহবাজ শরিফের ভাই নওয়াজ বলেন, "১৯৯৩ এবং ১৯৯৯ সালে আমায় কেন ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল, সেই কারণটা আমার বলা উচিত। কার্গিল নিয়ে পাকিস্তান যে পরিকল্পনা করেছিল, তার বিরোধিতা করেছিলাম। আর তাই জেনারেল পারভেজ মুশারফ আমায় হঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে আমি যা বলেছিলাম, সেটাই ঠিক প্রমাণিত হয়।" ১৯৯৯ সালের মে মাসে হঠাত লাদাখের কার্গিলের দখল নেয় পাকিস্তান সেনা। ৬০ দিন ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলার পর ২৬ জুলাই সরকারিভাবে তা শেষ হয়। সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী।

তিন-তিন বারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে গদিচ্যুত করা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, এর কারণ তাঁর জানা নেই। নওয়াজ বলেন, "আমি জানতে চাই, কেন আমায় প্রত্যেক বার ক্ষমতা থেকে সরানো হল?" তিনি ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরে বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দু'জন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে এসেছেন। নরেন্দ্র মোদি ও অটল বিহারী বাজপেয়ী লাহোরে এসেছিলেন।" নওয়াজ শরিফ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নত করার উপর জোর দেন।

২ পাতার পর

বর্তমান বিশ্বে সহনশীলতা ও অগ্রগতির এক বিশেষ প্রতীক হল ভারত

লাভ করায় এই গুজরাটের এই সাফল্যকে সমগ্র জাতির সাফল্য বলে বর্ণনা করেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বলেন, ভারতের অগ্রগতির কাহিনী সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকার, সুপ্রশাসন এবং নাগরিক কল্যাণ কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্তমান আর্থিক বছরের প্রথম ছ'মাসে ভারতের অগ্রগতির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৭ শতাংশে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের এক পর্যালোচনার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ২০২৩ সালে সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতির হারের নিরিখে ভারত বর্তমানে এক বলিষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। আবার, বিশ্বব্যাঙ্কের এক উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে বিশ্বব্যাপী নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি এখন সকলের মনেই আশা জাগিয়ে তুলেছে। গ্লোবাল সাউথকে ভারত যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এই মন্তব্য করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীও। আবার, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে দীর্ঘসূত্রিতা এখন ভারতে একটি অতীত অধ্যায়। কারণ, বিনিয়োগের উপযোগী উন্নততর সুযোগ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এখানে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে ভারত যেভাবে রূপান্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে আরও সাবলীল ও শক্তিশালী করে তুলেছে, তাতেই বিশ্ববাসীর মনে ভারত সম্পর্কে আশা ও ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে উঠেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন আর্থিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিশা খুঁজতে ব্যস্ত, তখন ভারত যেভাবে তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করেছে, তাতে ভারত প্রকৃত অর্থেই বিশ্ববাসীর কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পেরেছে। বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংহতিকরণের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন যে নমনীয় তথা উদার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নীতির সাফল্য বহু ক্ষেত্রেই দেশকে সুফল এনে দিয়েছে। ভারতীয় এবং বিশ্ব বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনের ক্ষেত্রে গিফট-আইএফএসসিএ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, গিফট সিটির মধ্যে রয়েছে এমন একটি পরিবেশগত ব্যবস্থা যা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দৃশ্যপটের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, দক্ষতা, উদ্ভাবন এবং বিশ্ব সংহতির ক্ষেত্রে নতুন মাপকাঠি নির্ধারণ করারও ক্ষমতা রয়েছে গিফট সিটির। ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টার্স অথরিটি গঠনের বিষয়টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিনিয়োগ সংক্রান্ত ২৭টি নিয়মনীতি এবং ১০টি কাঠামো ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে আইএফএসসিএ। এর ফলশ্রুতি হিসেবে, অর্থনৈতিক ডামাডোল সত্ত্বেও বিনিয়োগের নতুন নতুন পথ এখন উন্মুক্ত হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত হল বর্তমান বিশ্বের দ্রুততম গতিতে বেড়ে ওঠা ফিনটেক বাজারগুলির অন্যতম। গিফট-আইএফএসসি-র উদ্ভাবন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ফিনটেক তথা অর্থ-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে। সমগ্র বিশ্বের অর্থ-প্রযুক্তির প্রবেশ তোরণ হয়ে ওঠার মতো সম্ভাবনা রয়েছে গিফট সিটির। তাই, এই সুযোগ সর্বোচ্চ মাত্রায় গ্রহণ করার জন্য তিনি আর্জি জানান বিনিয়োগকর্তাদের কাছে। শ্রী মোদী বলেন, গভীর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের দেশ হল ভারত। এখানে প্রত্যেক বিনিয়োগকারী এবং সংস্থার উপযোগী অনেক রকম সুযোগ-সুবিধাই পাওয়া সম্ভব। ভারতের অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে গিফট-এর সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে উদ্ভাবন প্রচেষ্টার হাত ধরে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। আকাশপথে দেশে প্রতিদিন যাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষের মতো। দেশে যাত্রী বিমানের সংখ্যা ২০১৪-র ৪০০ থেকে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৭০০-রও বেশি। শুধু তাই নয়, গত ৯ বছরে দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। আগামী বছরগুলিতে ভারতের বিভিন্ন বিমান পরিবহণ সংস্থা এক হাজারটির মতো বিমান কেনার জন্য এখন প্রস্তুত। এক্ষেত্রেও গিফট সিটির অবদান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এইভাবেই প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত এখন অভাবনীয় সাফল্য সম্ভব করে তুলেছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় যুব সমাজের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ভারতে বর্তমানে বহু তরুণ প্রতিভা উদ্ভাবন প্রচেষ্টার সঙ্গে কোনো না কোনভাবে যুক্ত রয়েছেন। ফলে, বিশ্বের যে কোনো বড় বড় সংস্থা তাঁদের কাছ থেকে দক্ষতা আশা করতে পারে। ভাষণের শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আর কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে এবং আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে গড়ে উঠবে এক উন্নত ভারত। এই প্রসঙ্গে নতুন নতুন মূলধনী বিনিয়োগ, ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার এবং নতুন যুগের উপযোগী আর্থিক পরিষেবার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্ববাসীর স্বপ্ন পূরণে আসুন, আমরা সকলে মিলে গিফট-আইএফএসসি-র সঙ্গে একযোগে এগিয়ে যাই। বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধানে আমরা মিলিতভাবে আমাদের উদ্ভাবন প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাই।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৩৫ সংখ্যা ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সোমবার ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কৃষিকাজে শিক্ষিত যুবকদের অংশগ্রহণ আমাদের লক্ষ্য ও সঙ্কল্প পূরণে শক্তি যোগাবে

আজ এখানে এক ভিডিও কনফারেন্সের মঞ্চে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র সুফলভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলি যাতে সুনির্দিষ্ট সুফলভোগীদের কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়ার কাজ নিশ্চিত করা যায়, সেই লক্ষ্যেই দেশব্যাপী 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র সূচনা। আলাপচারিতাকালে আইটিআই থেকে হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গুজরাটের ভারুচের শ্রী অল্পেশভাই চাঁদুভাই নিজামার কাছে প্রধানমন্ত্রী জানতে চান যে কৃষিকাজে তাঁর যোগদানের নেপথ্য কারণটি কি। উত্তরে অল্পেশভাই বলেন যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাঁর ৪০ একর জমিতে কৃষির ফলন আরও বাড়িয়ে তুলতেই চাকরি ছেড়ে তিনি কৃষিকাজে মন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শ্রী অল্পেশভাই প্রধানমন্ত্রীকে আরও জানান যে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তিনি ভর্তুকিপ্রাপ্ত মূল্যে কৃষি উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছেন। তাঁর জমিতে সেচের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ৩ লক্ষ টাকার বিশেষ ভর্তুকি সহায়তাও তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে অল্পেশভাই এত কম বয়সে যেভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার সহায়তা গ্রহণের সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন তা দেশের পরিবর্তনেরই এক বিশেষ সূচক বলে তিনি মনে করেন।

ভর্তুকি সহায়তার এই বার্তা যাতে অন্যান্য কৃষক ভাইদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করার তিনি পরামর্শ দেন অল্পেশভাইকে। কারণ, এই ভর্তুকি সহায়তার মাধ্যমে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম ও কৃৎকৌশল কাজে লাগানো সম্ভব। শ্রী অল্পেশভাই আরও জানান যে 'আত্মা' (এগ্রিকালচারাল টেকনলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি) প্রকল্পগুলির সঙ্গে তিনি ২০০৮ সাল থেকেই যুক্ত এবং এর মাধ্যমে তিনি অন্যান্য রাজ্য ও অঞ্চলের কৃষি পদ্ধতি ও কৃৎকৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, ভারুচে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁকে 'আত্মা'র পক্ষ থেকে 'শ্রেষ্ঠ কৃষক' হিসেবে পুরস্কৃতও করা হয়।

অল্পেশভাইয়ের মেয়ের হাসি মুখ লক্ষ্য করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গেও কথা বলেন। তিনি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন, 'ভারতমাতার জয়'-এই স্লোগানটি উচ্চারণের সাথে সাথে তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। সমগ্র অনুষ্ঠানস্থলটি তখন সমবেত জনতার উচ্চারিত স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এই দৃশ্য প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

আলাপচারিতার শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে শ্রী অল্পেশভাইয়ের মতো একজন ব্যক্তি সমগ্র যুব সমাজের কাছেই প্রেরণাস্বরূপ। যাঁরা কৃষিকাজে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা লাভ করবেন অল্পেশভাইয়ের কাছ থেকে। শস্যবীজ থেকে শুরু করে কৃষি উৎপাদনের বিপণন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে কৃষকরা যাতে উন্নততর আধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন চিন্তাভাবনার সুযোগ পেতে পারেন, তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, কৃষিকাজে শিক্ষিত যুবকদের অংশগ্রহণ আমাদের সঙ্কল্প পূরণের কাজে আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে। কৃষিক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহারে কৃষকরা যাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁদের উৎসাহিতও করেন।

পার্শ্ববর্তী আরও পাঁচটি গ্রামে 'মোদী কী গ্যারান্টি' প্রচারযাত্রা সফল করে তোলার জন্যও কৃষকদের আহ্বান জানান তিনি।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(চর্তুদশ পর্ব)

ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ

গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

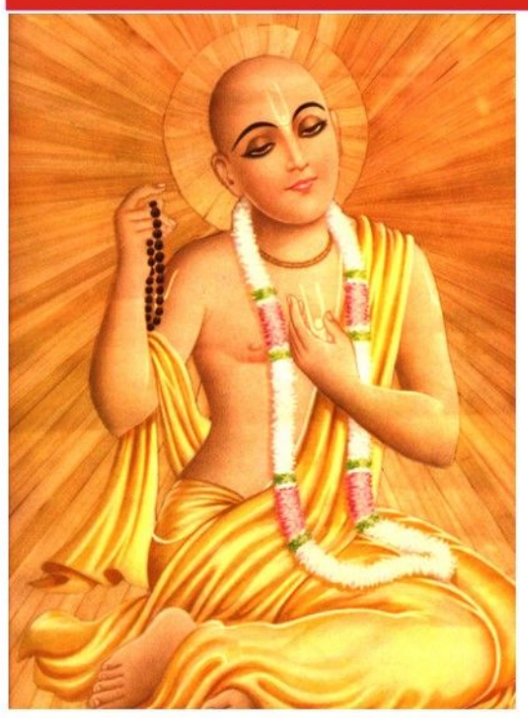

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শ্রীচৈতন্যের কয়েকশো বছর আগে বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের প্রবক্তা শ্রীরামানুজ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন পুরীতে। তাঁকেও যে বিষম পরিণতির সন্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁর প্রমাণ আছে 'প্রপন্নামৃত' সংস্কৃত গ্রন্থে। এতে বলা হয়েছে, 'শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীরামানুজ স্বামীকে 'একরাত্রে পুরুষোত্তম থেকে কূর্মতীর্থে টেনে ফেলে দিয়েছিলেন' (চৈতন্য চরিতামৃত,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতবর্ষ চাইলে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে চীনের বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কখনও কী ভেবে দেখেছেন একটি সংকীর্ণ জলপথ কীভাবে গ্লোবাল পাওয়ার হাউস কে চ্যালেঞ্জ করতে পারে? হ্যাঁ আজ কথা বলা হচ্ছে সমুদ্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকীর্ণ জলপথ মালাক্কা প্রনালী সম্পর্কে। বিশ্বের সমুদ্র বানিজ্য ও এনার্জি পরিবহন বিশেষ কিছু চোক পয়েন্টের মাধ্যমে হয় যা দুটি সমুদ্র বা ফাইনাল গন্তব্যের পথকে যুক্ত করে।ভারতীয় নেভিকে মালাক্কা প্রনালীকে ব্লক করতে হলে, বিশেষ করে চীনের মতো শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে, তাহলে ভারতে শক্তিশালী নেভাল পাওয়ার হতে হবে। ভারতীয় নেভিতে এখনও কীছু গ্যাপ রয়েছে। যেমন ২০১৯ এ জানানো হয় ভারত ২০২৭ এর মধ্যে ভারতীয় নেভিতে ১৭৫ টি জাহাজ থাকবে যেটা প্রথমে থাকার কথা ছিল ২০০ টি। মালাক্কা প্রনালী দিয়ে শুধু চীন বানিজ্য করে না, আমেরিকার অনেক বন্ধু দেশও এখান দিয়ে বানিজ্য করে সুতরাং মালাক্কা প্রনালী কে ব্লক করতে গেলে চীন সহ অনেক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফলে বিষয়টি চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে আন্তর্জাতিক হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে ভারতকে যথেষ্ট চাপে পড়তে হবে। মালাক্কা প্রনালীর পাশে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরেরে সাথে ভারতের যথেষ্ট ভাল সম্পর্ক আছে, তাই ব্লক করতে গেলে এই সব দেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক খারপ হতে পারে। তবে এর মানে এটা নয় যে ভারত এই এলাকায় নিজের উপস্থিতি রাখতে পারবে না। আসলে ভারত কুটনৈতিক ভাবে বহুদিন ধরেই দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার দেশ সাথে সংযোগ রেখে চলছে যার মধ্যে আসিয়ান দেশ গুলো অন্যতম। ভারত আসিয়ান দেশ গুলোর সাথে রীতিমতো নেভাল এক্সারসাইজ করে যার নাম মিলান। এছাড়া সিঙ্গাপুর ও ভারতীয় নেভির মধ্যে সিমবেক্স এবং সিঙ্গাপুর, ভারত ও থাইল্যান্ড নেভির মধ্যে সিটমেক্স এক্সারসাইজ হয়। ভারত বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড সহ অনেক দেশের সাথেই ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেছে। অর্থাত সরাসরি যুদ্ধের থেকে কুটনৈতিক ভাবে চীনকে চাপে রাখা। ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের কাছে সবচেয়ে বড় সুবিধা। ২০০১ সালে ভারত এখানে সেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনার যৌথ কমান্ড তৈরি করছে। আন্দামানের দুটি প্রধান সুবিধা আছে। প্রথমত প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করা কোন জাহজাকে ভারত এখান থেকে নজরে রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত এর কাছেই বঙ্গোপসাগর থাকায় ভারতীয় পরমানু সাবমেরিন সহজেই এখানে আসতে পারে। এছাড়া ভারতের কোয়াডের মতন জোট রয়েছে এবং এশিয়ান দেশ গুলোর সমর্থন রয়েছে সুতরাং ভারত চাইলে যৌথভাবে চীনকে কাউন্সিল করতে সক্ষম।এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ চোক পয়েন্ট হল মালাক্কা প্রনালী যা দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার ইনেদানেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর পরিবেষ্টিত এবং বহু যুগ ধরে এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্য পথ এটি। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের মাঝে আবস্থিত এই মালাক্কা প্রানালী বিশ্বের দ্বিতীয় ব্যাস্ততম বানিজ্য পথ এবং এশিয়া মহাদেশের লাইফলাইন। ইউএস এনার্জি ইনফর্মেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বক্তব্য অনুযায়ী এখান দিয়ে প্রতি বছর ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ ক্রুড অয়েল পরিবহন হয়। এই এলাকা চীনের জন্য বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কারন ইউরোপ মধ্য প্রাচ্য ও আফ্রিকার সাথে বানিজ্যের জন্য চীনের উপর নির্ভরশীল রয়েছে। চীনের ৭৮ শতাংশ এনার্জি এখান দিয়েই পরিবহন হয়। বিগত তিন দশকে চীন এখান দিয়ে বানিজ্য করে নিজের আর্থিক উন্নতি করেছে যথেষ্ট। চীনের জন্য এই মালাক্কা প্রনালী এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বলা হয় এটি হচ্ছে চীনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এটা খুব ভাল মতই জানে ভারত। ভারত মহাসাগরে চীনের আধিপত্যকে কাউন্টার করতে ভারত তার পূর্ব উপকূল থেকে মালাক্কা প্রনালী পর্যন্ত নেভিকে শক্তিশালী করছে এবং ভারত চাইলে মালাক্কা প্রনালীকে ব্লক করে পশ্চিম থেকে আসা চীনের তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের সাপ্লাইকে বন্ধ করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী মালক্কা প্রনালী নিয়ে এশিয়ার এই দুই শক্তিশালী দেশের পদক্ষেপ ভবিষ্যতে বড় আন্তর্জাতিক সংকটের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু ভারত কী সত্যিই মালাক্কা প্রনালী ব্লক করতে পারবে? চীন কী ভারতের এই পদক্ষেপকে কাউন্টার করতে পারবে?? চীনের কাছে কী মালাক্কা প্রনালীর বিকল্প কীছু ব্যবস্থা আছে? আজ এসব ব্যাপারেই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মালাক্কা সুপ্রাচীন কাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক পথ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর আশেপাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর রয়েছে। প্রাচীন কালে রোমান, গ্রীক, চাইনিজ ও ভারতীয় ব্যাবসায়ীদের জন্য এই পথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাত থেকে তেরো শতকে শ্রীবিজয়া নামে একটি বৌদ্ধিক সামুদ্রিক ও বানিজ্যিক সাম্রাজ্য এই এলাকাকে নিয়ন্ত্রন করত। নিজের সময়ে শ্রীবিজয়ে অনেক মিলিটারি আক্রমনের হাত থেকে মালাক্কা প্রনালীকে রক্ষা করে এখানের বানিজ্য পথ কে নিরাপত্তা দিয়েছিল। এরপর আসে ভারতের চোল সাম্রাজ্য যারা মালাক্কা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রন পুরোপুরি ভারতের পক্ষে এনেছিল। এরপর ধীরে ধীরে মালাক্কাতে একে ও জোহর নামে মুসলিম সুলতানরা রাজত্ব করতে থাকে। তারপর সময়ের আবর্তনে ইউরোপীয়ানরা মালাক্কা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করে যেমন ১৫১১ সালে পর্তুগীজরা মালাক্কা নিজেদের দখলে আনে আবার ১৬৪০ সালে ডাচ বা নেদারল্যান্ডস পর্তুগালদের হারিয়ে মালাক্কা তাদের অধীনে নিয়ে আসে। এরপর আসে ইংল্যান্ড যারা এই এলাকা পুরোপুরি নিজেরাই নিয়ন্ত্রন করতে থাকে। সিঙ্গাপুরকে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর করে এই এলাকা দিয়ে ব্রিটিশ জাহাজ আফিম নিয়ে দক্ষিন পূর্ব এশিয়া হয়ে চীনে যেত।

১৮২৪ সালে ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে মালাক্কা প্রনালীকে নিয়ে সন্ধি হয়। এরপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে, যার কারনে এই এলাকা অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে কিন্তু ১৯৮০ আসতে আসতে আবারও মালাক্কা প্রনালী গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীক পথ হিসাবে পরিচিতি পায়। চীন যত তার সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে ভারতও মালাক্কা প্রানালীকে নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়জনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। দুবছর আগে ভারত ও চীনের সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ হয়ে গিয়েছিল। লাদাখের গালওয়ান ভ্যালিতে দুই পক্ষের সেনাই হাতিহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিল, এরও কয়েক বছর আগে ডোকলামেও দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। চীন ভারত মহাসাগরে তাদের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে, সাথে সাথে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মায়নমারের মত দেশের সাথে বানিজ্যিক সম্পর্ক রেখেছে যা ভারতকে ভাবিয়ে তুলেছে। এজন্য ভারত তাদের নেভিকে ব্যাপক শক্তিশালী করে তুলছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য মালাক্কা প্রনালীর কাছে লম্বোক ও সুন্দা এলাকায় আশপাশের জাহাজকে ক্রমান্বয়ে ট্রাকিং করছে ভারত এবং ভারতীয় নেভি চাইলে এখানের বানিজ্যিক জাহাজ গুলোকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিতে পারে। তারা এটাও বলছে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মালাক্কা প্রনালীর কাছে অবস্থিত আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে ব্যবহার করে ভারত মালাক্কা প্রনালীকে চীনের জন্য ব্লক করে দিতে পারে। পারস্য উপসাগর, অ্যাঙ্গোলা ও ভেনিজুয়েলা থেকে প্রচুর তেল মালাক্কা প্রনালী হয়েই চীনে আসে। একজন চাইনিজ আধিকারিকদের মধ্যে এই এলাকা নিয়ে একটও ভয় থেকেই থাকে। ২০০৩ সালে ততকালীন চাইনিজ রাষ্ট্রপতি হু জিনতাও এই পরিস্থিতিকে মালাক্কা ডিলেমা আখ্যা দিয়ে বলে এই এলাকা বিশেষ কীছু শক্তি নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল ভারত ও আমেরিকার দিকে। এই এলাকায় ক্রমাগত ভারতীয় নেভির উপস্থিতি চীনের কপালে ভাজ ফেলেছে এবং ভারত ক্রমাগত তার নেভির উন্নয়ন করো যাচ্ছে। বিখ্যাত নেভাল লেখক এবং হারপুন ওয়ার গেম সিরিজের রচয়িতা ল্যারি বন্ডের দাবি যদি ভারতকে মালাক্কা প্রনালী ব্লক করতেই হয় তবে ভারতকে তাদের যুদ্ধজাহাজ মালাক্কা প্রনালীর সামনে দাড় করাতে হবে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হচ্ছে ভারতের কারনে বাধ্য হয়ে চীন মালাক্কা প্রনালীর বিকল্প কীছু পথ খুঁজছে। যার একটি হতে পারে পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দর, যা চীন পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর বা সিপিইসি এর আওতায় তৈরি করা হয়েছে। চীনে পাকিস্তানে ৭.২ বিলিয়ন ডলারের রেলপথ তৈরি করছে যা গোয়াদর, কাশগড় এবং চীনকে যুক্ত করবে। চীন এই বন্দরে তাদের মাল খালাস করে রেলপথে দেশে নিয়ে যেতে পারবে। তবে গোয়াদার বন্দর কে কাউন্টার করার জন্য ভারতীয় বায়ুসেনা যথেষ্ট, এছাড়াও ইন্ডিয়ান নেভিও চাইলে গোয়াদারকে কাউন্টার করতে পারবে। চীনের জন্য আরও একটি বিকল্প হল আর্কটিকের উত্তর সমুদ্র পথ। উত্তর মেরু বা সুমেরুী আশপাশের এলাকা কে আর্কটিক অঞ্চল বলা হয়। এখানে আটলান্টিক মহাসাগর রয়েছে। রাশিয়া, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশ, কানাডা ও গ্রিনল্যান্ড এই আর্কটিক বলয়ে রয়েছে। চীন এই এলাকায় আশেপাশের দেশ গুলোর সাথে যৌথভাবে একটি পোলার সিল্ক রোড তৈরির চেষ্টা করছে। ২০১৮ সালে এই বিষয়ে চীন তাদের আর্কটিক নীতি প্রকাশ করে। ২০১৩ সালে চীন সর্বপ্রথম এই এলাকায় তাদের জাহাজ পাঠায়। তবে এখানে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এখানের তীব্র ঠান্ডা, শীতকালে প্রায় তাপমাত্রা মাইনাস ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে চলে যায়। তার সাথে সমুদ্রের কীছু অংশ জমে যায়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ কারনে এখানে হিমবাহ গলে বড় বড় বরফের স্তর এখানে সমুদ্রে ভাসতে থাকে। এই জন্য এই এলাকায় বরফ কেটে জাহাজ চলানো তুলনামূলক যথেষ্ট ব্যায়বহুল ও কষ্টসাধ্য। যার জন্য চীন ২০১৮ ফিনল্যান্ডের একের আর্কটিক কোম্পানি থেকে একটি আইসব্রেকার কেনে যার নাম সিউ লং। এছাড়া চীন ইউরোপ পর্যন্ত সরাসরি রাস্তা তৈরির চেষ্টা করছে যার জন্য চীন কয়েক বিলিয়ন ডলারের বিআরআই বা বর্ডার রোড ইনিশিয়েটিভ প্রজেক্ট শুরু করেছে। চীন মালাক্কা প্রনালীর কাছে মালয়েশিয়াতে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর এবং ইসতিমাস অফ ক্রাতে একটি ক্যানেল তৈরি করছে যা মালাক্কা প্রনালী কে বাইপাস করবে। তবে চীন যাই করুক বিকল্প পথে বানিজ্য করলে চীনের খরচ অনেকটাই বাড়বে।

সিনেমার খবর

cinema TV

রাশমিকা-আলিয়ার পর এবার ডিপফেকের শিকার প্রিয়াঙ্কা!

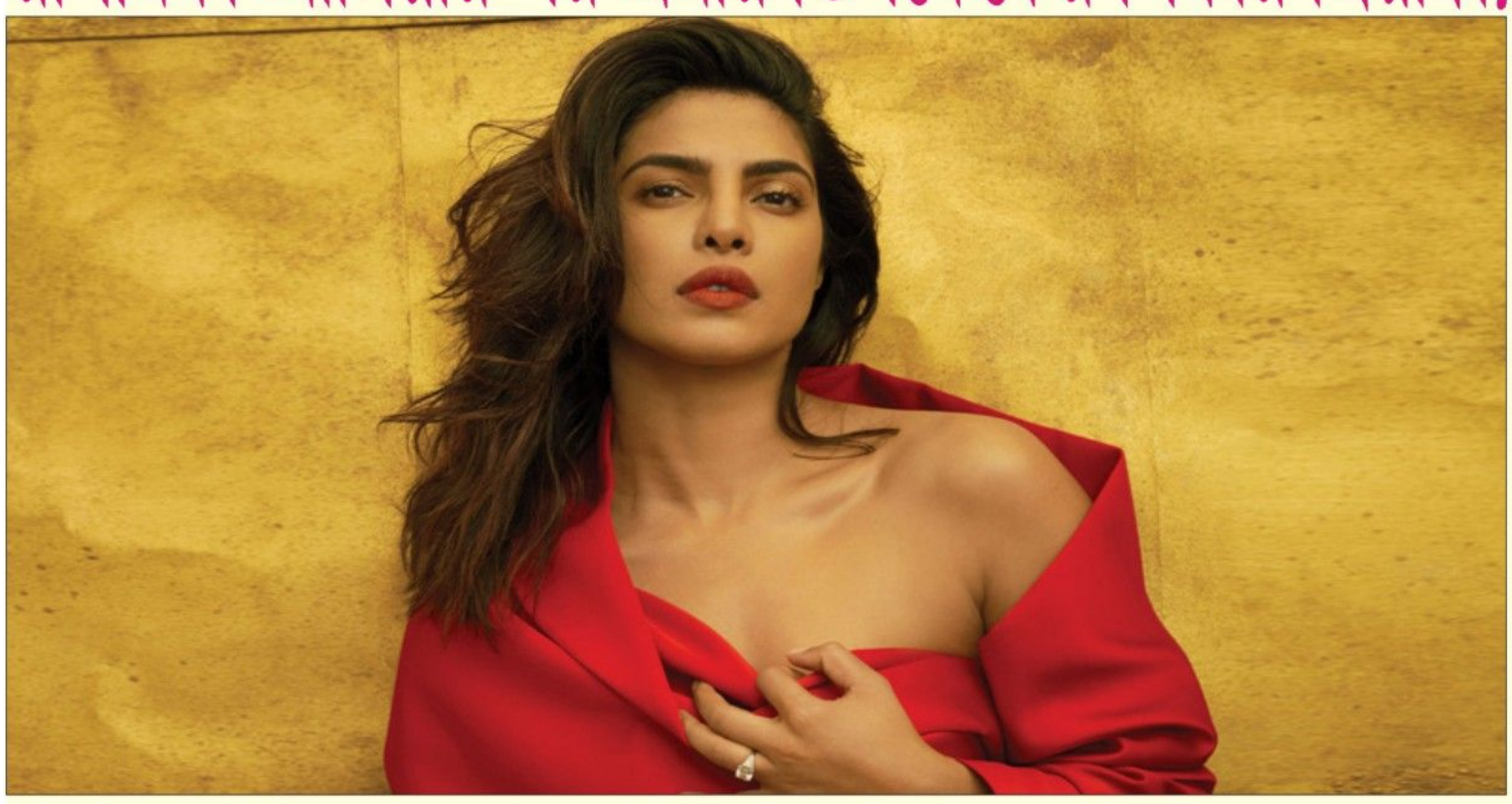

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথমে রাশমিকা মান্দানা। তারপর আলিয়া ভাট, ক্যাটরিনা কাইফ, কাজল ও সারা টেন্ডুলকার। কিছুতেই কমছে না ডিপফেক ভিডিওর আতঙ্ক। এবার ডিপফেকের শিকার হলেন বলিউডের 'দেশিগার্ল' প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তবে শুধুই ভিডিও নয়, সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে প্রিয়াঙ্কার ডিপফেক অডিও।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সোশাল মিডিয়ায় হঠাৎ করেই ভাইরাল হয়েছে প্রিয়াঙ্কার একটি অডিও ক্লিপ। যে অডিও ক্লিপটিকে ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর অন্য একটি ভিডিওতে। ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই অডিওর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রিয়াঙ্কার কথা। ওই ক্লিপিংয়ে নিজের বার্ষিক আয়ের হদিশও দিয়েছেন পিগি চপস। যা কিনা একেবারেই ভুয়া।

তবে সাইবার মাধ্যমসূত্র বলছে, প্রিয়াঙ্কার এই অডিও ক্লিপ একেবারেই ডিপফেক প্রযুক্তিতে তৈরি।

প্রসঙ্গত, নায়িকাদের ডিপফেক ভিডিও ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে নেটপাড়ায়। ডিপফেক এআই প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি ভিডিও নতুন করে সাইবার ক্রাইমের প্রতি মানুষের ভয় বাড়িয়ে দিয়েছে। একের পর এক অভিনেত্রী এহেন বিকৃত প্রযুক্তির শিকার!

সম্প্রতি এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

যে কাউকে ভালো লাগতেই পারে, পরকীয়ার পক্ষে সাফাই অভিনেত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'পরকীয়া' নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। সামাজিকভাবে শব্দটি ঘৃণ্য হলেও পরকীয়া মানবজীবনের অংশ হয়েই রয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন, পরকীয়া একটি নিকৃষ্টতম পন্থা, আবার অনেকেই পরকীয়ার সমর্থনেও কথা বলেছেন অনেক সময়। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার জেরে 'পরকীয়া' বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা চলছে দুই বাংলায়।

'সম্পর্কের ইস্যু' নিয়ে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য। তিনি পরোকীয়ার পক্ষে ছাপায় গেয়েছেন। ইদানীং পরকীয়া সম্পর্কের বিষয়টি প্রায়ই আলোচনায় আসছে। এটা কেন বা এটাকে কীভাবে আটকানো যায়? এ প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে অপরাজিতা আঢ্য বলেন, 'পরকীয়া কেন আটকাতে হবে?'

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অপরাজিতা আঢ্য বলেন, 'পরকীয়া তো সুস্থতার লক্ষণ। এটা চিরাচরিত, সারা জীবন ছিল; রামায়ণ-মহাভারতের সময়েও ছিল। এটা তো জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। যে কারো কাউকে ভালো লাগতে পারে। আমি কারো সঙ্গে ঘর করি বলে জীবনে অন্য কাউকে ভালোবাসব না, কোনো ভালো জিনিস দেখব না, এমনটা তো হতে পারে না।'

'যার যত অপশন, তার জীবনে তত মানুষ আসতেই পারে। এটা কে কীভাবে ব্যালেন্স করবে সেটা সেই মানুষটার ব্যাপার। কিন্তু এতে তো কোনো অন্যায় নেই।' বলেন অপরাজিতা আঢ্য। অভিনেত্রী আরও বলেন, 'আমি বিয়েতে বিশ্বাসী। একটা সুস্থ-সুন্দর বিয়ে মানুষকে সমৃদ্ধ করে। একটা সম্পর্কে যদি ভালোবাসা ও সম্মান না থাকে, বিশেষ করে পরস্পরের প্রতি সম্মান না থাকে, তবে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।'

শাহরুখকন্যার অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ঘোষণার পর থেকেই আলোচনায় ছিল পরিচালক জোয়া আখতারের নতুন সিনেমা 'দ্য আর্চিস'। তা হবেই না কেন! নেটফ্লিক্সের এ ছবির হাত ধরেই বলিউডে অভিষেক হচ্ছে তিন স্টার কিড সুহানা খান [শাহরুখ-গৌরীকন্যা], খুশি কাপুর [শ্রীদেবী ও বনি কাপুরের ছোট মেয়ে] এবং অগস্ত্য নন্দা [অমিতাভ বচ্চনের নাতি]। ফলে বুঝতেই পারছেন, ছবিটি বি-টাউনের অন্দরে কতটা আলোড়ন ফেলেছে। নেটিজেনদের অনেকে অবশ্য দ্য আর্চিসকে 'নেপোটিজমের আঁতুড়ঘর' তকমা দিতে পিছপা হয়নি। মুক্তি উপলক্ষে গত বুধবার রাতে প্রায় পুরো বলিউড একজোট হয়েছিল সিনেমাটির প্রিমিয়ার শো দেখতে। এ দিন রেড হট গাউনে দ্যুতি ছড়ালেন শাহরুখতনয়া। কন্যার অভিষেকের ছবির প্রিমিয়ারে অল ব্ল্যাক লুকে হাজির শাহরুখ-গৌরী, আরিয়ান ও আব্রাহাম। এ দিন সবার নজর কাড়ল শাহরুখের টি-শার্ট, হাতে বড় বড় হরফে রয়েছে মেয়ের ছবির লোগো। দ্য আর্চিসের নাম বুকে সেঁটে ছবির প্রিমিয়ারে বুক ফুলিয়ে হাঁটলেন শাহরুখ। তিন দশক আগে এমন দিন পেরিয়ে এসেছেন বাদশাহ। মেয়ের অন্দরের অনুভূতিটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন। 'শাহরুখকন্যা' হওয়ার চাপ থেকে মেয়েকে বাঁচতে টিপস দিতেও ভুলছেন না। এ দিন শক্ত করে মেয়ের কাঁধ ধরে রাখলেন শাহরুখ। সাহস জোগালেন সাফল্যের পথে এগিয়ে চলার। এ ছবিতে সুহানার নায়ক অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা। অগস্ত্যর সাপোর্টে এ দিন দেখা মিলল গোটা বচ্চন পরিবারের। ঐশ্বরিয়া-অভিষেকের ডিভোর্স নিয়ে রীতিমতো হইচই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেই বিতর্ককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এ দিন অগস্ত্যর পাশে ছিলেন ঐশ্বরিয়া রাই। অমিতাভ বচ্চনের নাতির ডেবু ছবির প্রিমিয়ারে পৌঁছেছিলেন রেখাও। এ ছাড়াও ছিলেন কারণ জোহর, ববি দেওল, রণবীর কাপুর, নীতু কাপুর, রণবীর সিংরা। শাহরুখের ঘনিষ্ঠ দুই বান্ধবী জুহি চাওলা ও কাজলও ছিলেন ছবির প্রিমিয়ারে। ছবির গল্প মার্কিন কমিক 'দ্য আর্চিস' থেকে অনুপ্রাণিত হলেও চরিত্রগুলো গড়ে তোলা হয়েছে' ৬০-এর দশকের ভারতের প্রেক্ষাপটে। এককথায় জোয়া আখতার ভারতীয়করণ ঘটিয়েছেন আর্চিস কমিকসের। ১৯৬৪ সালে ভারতের এক কাল্পনিক পাহাড়ি অঞ্চল, রিভারডেলের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে জোয়ার 'দ্য আর্চিস'। ছবির ফোকাসে সেখানের একদল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলপড়ুয়া; যারা গান করে, নাচ করে, হাসি-আনন্দে সময় কাটায় নিজেদের মধ্যে। রেট্রো লুক, টাইপরাইটার, সাইকেল, মিল্কশেক, ওয়াকম্যান-সে সময়ের সব জিনিসই ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন জোয়া।

সদ্য কুড়ির গণ্ডি পার করা স্টার কিডদের নিয়ে তৈরি এই হাই স্কুল মিউজিক্যালে আর্চির বান্ধবী ভেরোনিকা লজের ভূমিকায় দেখা যাবে সুহানাকে, অন্যদিকে বেটি কুপারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন খুশি কাপুর। আর্চি-বেটি-ভেরোনিকার বন্ধুত্ব আর ত্রিকোণ প্রেমের রসায়নই কমিকের মূল আকর্ষণ। সারাক্ষণ গান নিয়েই মেতে থাকা আর্চিবাল্ড অ্যান্ড্রুজ ভালোবাসে তার রিভারডেল হাই স্কুলের সহপাঠী ভেরোনিকাকে। আবার বড়লোক ঘরের সুন্দরী মেয়ে বেটির প্রতিও এক অদ্ভুত আকর্ষণ রয়েছে তার। তিনজনের মধ্যেই রয়েছে নিখাদ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বন্ধুত্ব আর প্রেম নিয়েই এগোবে 'দ্য আর্চিস'-এর গল্প।

ঐশ্বরিয়াকে আনফোলো, অভিষেকের হাতে নেই বিয়ের আংটি; গুঞ্জন চরমে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা দম্পতি ঐশ্বরিয়া রায় ও অভিষেক বচ্চনকে ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরে বিচ্ছেদের গুঞ্জন চলছে। এর মধ্যে মুম্বাইয়ের নীতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারে 'দ্য আর্চিস' সিনেমার প্রিমিয়ারে অভিষেক বচ্চনের হাত ধরে প্রকাশ্যে আসলেন ঐশ্বরিয়া। তবে এরপরও থেমে নেই গুঞ্জন। প্রতিনিয়ত বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া এবং অভিষেককে নিয়ে চর্চা বেড়েই চলেছে।

সম্প্রতি একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে অভিষেক বচ্চনকে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছে, শুধু তাই নয় এদিন অভিনেতার হাতে বিয়ের আংটিও দেখা যায়নি, যেটা কিনা এতদিন পর্যন্ত তিনি সবসময় পরে থাকতেন। চলতি বছরের, ১ নভেম্বর ৫০তম জন্মদিন একাই কাটিয়েছিলেন বচ্চন পরিবারের পুত্রবধূ। জন্মদিনের উদযাপনে ঐশ্বরিয়ার পাশে ছিলেন শুধু তার মেয়ে আরাধ্যা এবং মা বৃন্দা রাই। এদিকে, আরেকটি সূত্র বলছে, অভিতাভ বচ্চন নাকি পুত্রবধূ ঐশ্বরিয়াকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আনফোলো করেছেন। যদিও অনেকের দাবি, অভিতাভ-ঐশ্বরিয়া নাকি কোনওদিনই একে অপরকে ফলো করতেন না সোশ্যাল মিডিয়াতে। আবার কিছু মানুষ বলছেন, ইনস্টাগ্রামে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণেই নাকি ঐশ্বরিয়াকে শশুর অমিতাভ আদৌ ফলো করেন কিনা সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

১১১ বছরে

প্রথমবার পেলে-নেইমারের ক্লাবের অবনমন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলের নাম বলতেই সবার আগে মাথায় আসে ফুটবলের কথা। আর দেশটির ফুটবলের শেষ কথা তো ফুটবল সম্রাট পেলেই। সেই পেলে ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটাই কাটিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোসে। শুধু পেলেই নন, এই প্রজন্মের সেরা খেলোয়াড় নেইমারও উঠে এসেছেন সান্তোস থেকেই। ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ক্লাব সান্তোস এবার হারাল সম্মান।

ব্রাজিলের শীর্ষ লিগের দল হিসেবে একটা বিশেষ সম্মান আছে সান্তোসের। এটা যে 'ও রেই' বা ফুটবল সম্রাটের ক্লাব। আরও একটা জায়গায় অনন্য সান্তোস। সাও পাওলো ও ফ্লামেঙ্গোর পাশাপাশি সান্তোসও কখনোই ব্রাজিলের শীর্ষ ফুটবল লিগ সিরি আ'র থেকে অবনমিত হয়নি। তবে এবার সেই সম্মান হারিয়েছে সান্তোস। সদ্য শেষ হওয়া ব্রাজিলিয়ান সিরি আ'র থেকে সিরি বি'তে অবনমন ঘটেছে সান্তোসের।

ক্লাবটির ১১১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম শীর্ষ লিগ থেকে অবনমন ঘটল। বুধবার (৬ ডিসেম্বর) ফাইনাল রাউন্ডের খেলায় ফোর্তালেজার বিপক্ষে ঘরের মাঠে ২-১ ব্যবধানে হেরে যাওয়ায় অবনমন নিশ্চিত হয় সান্তোসের। চলতি মৌসুমে শুরু থেকেই ধুঁকতে থাকা সান্তোস শেষ পাঁচ ম্যাচে জয়হীন ৩৮ লিগ ম্যাচে ১১ ম্যাচে জয় পেলেও ১৭ বার হারের মুখ দেখতে হয়েছে। সেইসঙ্গে ছিল ১০ ড্র।

শেষ দিনে অবনমন এড়াতে অন্তত ড্র করলেই হতো তাদের। আর হেরে গেলে তাকিয়ে থাকতে হতো বাহিয়ার দিকে। ৩৭তম ম্যাচডে শেষে সান্তোসের পয়েন্ট ছিল ৪৩ আর বাহিয়ার ছিল ৪১। অন্যদিকে বাহিয়া ৪-১ গোলের বড় জয় পেয়েছে অ্যাতলেটিকো মিনেইরোর বিপক্ষে। ৩৮তম দিনে এসে তাই সান্তোসের পয়েন্ট আটকে রইলো ৪৩এ। আর বাহিয়া ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে চলে যায় রেলিগেশন জোনের বাইরে।

ব্রাজিলের শীর্ষ লিগের সেরা চার দল জায়গা পায় কোপা লিবার্তোদেরেসে। এবারের লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পালমেইরাস। সেরা চারে পালমেইরাস ছাড়া জায়গা পেয়েছে গ্রেমিও, অ্যাটলেটিকো মিনেইরো এবং ফ্ল্যামেঙ্গো। ২০ দলের লিগে সান্তোস মৌসুম শেষ করেছে ১৭তম স্থানে থেকে। নিয়ম অনুযায়ী শেষ চারটি স্থানে থাকা দল নিচের লিগ নেমে যায়। সান্তোস ছাড়াও আমেরিকা মিনেইরো, করিতিবা এবং গোইয়াসের অবনমন আগেই নিশ্চিত হয়েছিল।

ফুটবল সম্রাটের হাত ধরে সান্তোস বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ১৯৫৯-৬০ এর দশকে স্বর্ণালী সময় পার করা সান্তোস বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলোর একটিতে পরিণত হয়। এ সময় ১০ বার রাজ্য এবং ছয়বার ব্রাজিলিয়ান লিগের শিরোপা জেতে সান্তোস।

দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নস লিগ খ্যাত কোপা লিবের্তাদোরেসেও সাফল্য পায় পেলের সান্তোস। ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে কোপা লিবের্তাদোরেসে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। একই সময়ে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার সেরা ক্লাবদের নিয়ে আয়োজিত ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের শিরোপাও জিতে নেয় তারা।

সান্তোসের সবচেয়ে বিখ্যাত সন্তান পেলে হলেও ব্রাজিলের ফুটবলের আরও অসংখ্য পরিচিত মুখ খেলেছেন এই ক্লাবের হয়ে। এই ক্লাব থেকেই রবিনহো, নেইমার বা হালের রিয়াল মাদ্রিদের তারকা রদ্রিগো উঠে এসেছেন।

এদিকে, 'সিরি বি'তে অবনমন নিশ্চিত হওয়া যেন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না সান্তোসের সমর্থকরা। ম্যাচ শেষে ক্ষোভে বাইরের রাস্তায় বেশ কিছু গাড়িতে আগুন দেন সমর্থকেরা। ক্লাবের ১১১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অবনমনে বুকের ভেতর জ্বলতে থাকা আগুনটা সমর্থকেরা নেভাতে পারেননি।

'স্ট্রাইকার' ম্যাকটমিনেতে

চেলসিকে হারাল ম্যানইউ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মার্কোস রাশফোর্ডকে বেঞ্চে রেখে চেলসির বিপক্ষে ম্যাচ শুরু করেন টেন হ্যাগ। শুরুতে অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ পেনাল্টি মিস করে দলকে হতাশায় ডুবান।

কিন্তু ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার থেকে স্ট্রাইকারের মতো পারফরম্যান্স করা স্কট ম্যাকটমিনে দলকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। জোড়া গোল করে চেলসির বিপক্ষে দলকে ২-১ গোলের জয় এনে দিয়েছেন তিনি। ম্যাচের ৯ মিনিটে অধিনায়ক ব্রুনো পেনাল্টি মিস করেন। ১৯ মিনিটে তার হয়ে শাপমোচন করেন ম্যাকটমিনে। দলকে ১-০ গোলের লিড এনে দেন। কিন্তু প্রথমার্ধে লিড ধরে রাখতে পারেনি রেড ডেলিভসরা। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে গোল করে চেলসির কোলে পালমার। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৯ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে দলকে জয় এনে দেন স্কটিশ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ম্যাকটমিনে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গোলের খাতা দেখলে ম্যাকটমিনেকে স্ট্রাইকার বলা ভুল হবে না। চলতি মৌসুমে ১২ ম্যাচ খেলে তিনি ৫ গোল করেছেন। স্ট্রাইকার রাশফোর্ড যেখানে মাত্র ২ গোল, ব্রুনো ফার্নান্দেজ ৩ গোল, গার্নাচো ১ গোল করতে পেরেছেন। অ্যান্তোনি তো গোলের দেখাই পাননি এখনও।

অ্যাস্টন ভিলার কাছে

হেরে গেল ম্যানসিটি

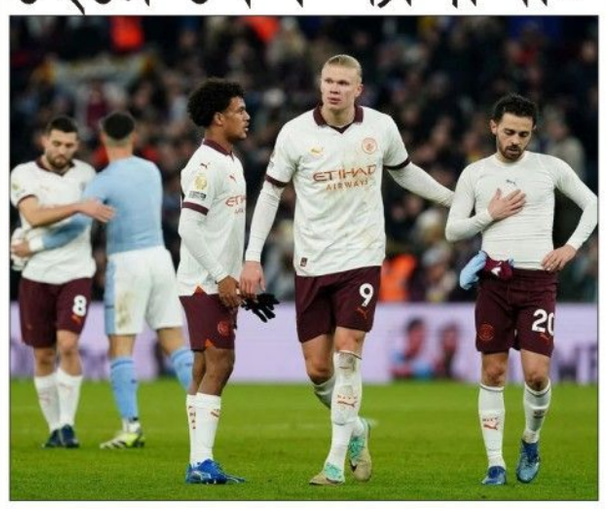

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গতিময় ফুটবল খেলে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে অবিশ্বাস্য জয় তুলে নিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের হারিয়েছে ১-০ গোলে।

৭৪ মিনিটে ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন লেওন বেইলি। এতে ঘরের মাঠে লিগে ১৪ ম্যাচ জিতল ভিলা।

ভিলা পার্কে দাপট ছিল স্বাগতিকদেরই। ম্যানসিটি সেরকম প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। বলতে গেলে, চেনাই যায়নি আর্লিং হালান্ডদের। এতে প্রিমিয়ার লিগে টানা ম্যাচ জয়হীন থাকল পেপ গার্দিওলার দল। এই চার ম্যাচে ড্র তিনটি এবং হার একটি। ১৫ ম্যাচে ১০ জয় ও ২ ড্রয়ে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে অ্যাস্টন।

আর চারে নেমে গেছে শিরোপাধারীরা। ১৫ ম্যাচে ৯ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩০ পয়েন্ট সিটির। এতে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়াল ছয়ে। ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট গানারদের।

ওয়ার্নার বিতর্কে

ধারাভাষ্য ছাড়লেন জনসন

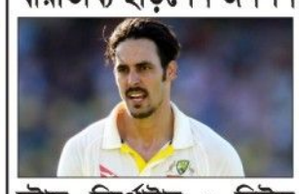

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বেশ কয়েক দিন ধরেই ওয়ার্নার বিতর্কে কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা। ডেভিড ওয়ার্নারের টেস্ট থেকে অবসর উপলক্ষ্যে যেকোনো ধরনের আয়োজনের বিরোধিতা করেছেন তারই সাবেক সতীর্থ মিচেল জনসন। এতেই দলে দুটি আলাদা মতের বিনিময় ঘটে।

জনসনের অভিযোগ, ওয়ার্নার বল টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটকে কলঙ্কিত করেছেন। যে কারণে ওয়ার্নারের জন্য কেন বিদায় অনুষ্ঠান করা হবে, সেই যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না জনসন। তবে তার এমন অভিযোগের কড়া প্রতিবাদ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার উসমান খাজা। বিষয়টি নিয়ে কথা বলে পত্রিকার হেডলাইন হতে চান না, এমন মন্তব্য করেছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও।

এবার সেই বিতর্কের জেরে ধারাভাষ্য থেকে সরে দাঁড়ালেন সাবেক বাঁহাতি পেসার জনসন।

মঙ্গলবার পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার টেস্ট ম্যাচের ধারাভাষ্যকারদের নাম প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। সেখানে নাম পাওয়া যায়নি জনসনের। তালিকায় ছিল মার্ভ হিউজ, ওয়াসিম আকরাম এবং মার্ক টেলরের মতো কিংবদন্তিদের নাম।

অথচ, এর আগে জনসন বলেছিলেন, তিনি টেস্ট সিরিজের জন্য ধারাভাষ্য দলের অংশ হবেন। তবে কেন ওয়ার্নারের সমালোচনা করেছেন সেটিও জানিয়েছেন এই সাবেক পেসার। এর আগে ওয়ার্নার তাকে আপত্তিকর ম্যাসেজ পাঠিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে জনসন সরাসরি কথা বলতে চাইলে ওয়ার্নার তাকে এড়িয়ে গেছেন।

ওয়ার্নারের সমালোচনা করে জনসন বলেছিলেন, 'কেউ কি দয়া করে আমাকে বলবেন, কেন আমরা ডেভিড ওয়ার্নারের বিদায়ী সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি? কিভাবে একজন ফর্মহীন টেস্ট ওপেনার তার নিজের অবসরের তারিখ ঠিক করতে পারেন?'

জনসন যোগ করেন, 'কেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত একজন খেলোয়াড়কে নায়কের মতো করে বিদায় জানানো হবে?'

জনসনের সমালোচনার পাল্টা জবাবে খাজা বলেন, 'আমার চোখে ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথ হলেন নায়ক। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে অন্ধকার সময়ের মধ্য দিয়ে তারা মিস করেছেন। কিন্তু তারা তাদের কর্মফল ভোগ করেছেন।'

খাজা আরও বলেন, 'কেউই নিখুঁত নয়। মিচেল জনসনও নিখুঁত নন। আমি নিখুঁত নই। স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নারও নন। তারা যা করেছে, খেলার জন্যই করেছে। খেলাকে অনেক বেশি এগিয়ে নিতে যেকোনো কিছুই তারা করেছে।'

রেডসদের জয়ের দিন

ম্যানসিটির হার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'আমার তো মনে হচ্ছে, এবারও প্রিমিয়ার লিগ জিততে যাচ্ছি।' অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ম্যাচের আগে বড় গলায় কথাটা বলেছিলেন ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওয়ালা। তবে শর্তে দিয়েছিলেন, শিষ্যদের লিভারপুল-টটেনহ্যামের বিপক্ষে ম্যাচের মতো করে খেলতে হবে। অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ১৫তম রাউন্ডে নিশ্চয় শর্তপূরণ করে খেলতে পারেনি পেপের দল। যে কারণে বুধবার রাতের ম্যাচে সিটিজেনরা ১-০ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াই থেকে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। ১৫ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে নেমে গেছে চারে। ম্যাচের ৭৪ মিনিটে অ্যাস্টন ভিলার জামাইকান ফুটবলার লিওন বেইলি গোল করেন। তার ওই গোলেই ভিলা পার্কে ম্যানসিটির মতো দলের বিপক্ষে পূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নিয়েছে তারা। তবে অ্যাস্টন ভিলা কোচ উনাই এমেরি দাবি করতেই পারেন, এটা অপ্রত্যাশিত কোন জয় নয়। কারণ তার দল লিগ টেবেলি তিনে উঠে গেছে। ম্যানসিটির হারের দিন লিভারপুল ২-০ গোলে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে হারিয়েছে। দলটির হয়ে ম্যাচের ৩৭ মিনিটে গোল করেন ডিফেন্ডার ভার্জিল ফন ডাইক। যোগ করা সময়ে গোল করেন মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসজলাই। এই জয়ে ম্যানসিটি পয়েন্ট টেবিলি দুইয়ে উঠেছে। ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে দুই পয়েন্ট কম তাদের।

যতদিন হাঁটতে পারব,

ততদিন আইপিএল খেলব: ম্যাক্সওয়েল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের মতো বড় টুর্নামেন্টে সব ক্রিকেটারই খেলতে চান। শুধু টাকার ঝনঝনানি বলেই নয়, তুমুল প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলে স্কিলের উন্নতিও হয়।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী তারকা অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল সেই কথাটিই বোঝাতে চাইলেন সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে। সাফ বলে দিলেন-যতদিন হাঁটার মতো সামর্থ্য থাকবে, ততদিন আইপিএল খেলা চালিয়ে যাবেন।

ভারতে বিশ্বকাপ জিতে অস্ট্রেলিয়া ফেরার পর এক সপ্তাহের মতো বিশ্রাম পেয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। বৃহস্পতিবার রাত থেকে আবার বিগব্যাশ লিগে খেলতে নামবেন। মেলবোর্ন স্টারসের অধিনায়ক তিনি।

মেলবোর্ন বিমানবন্দরে ম্যাক্সওয়েল বলেন, 'আইপিএল সম্ভবত আমার খেলা শেষ টুর্নামেন্ট হবে। আমি যতদিন হাঁটতে পারব, ততদিন পর্যন্ত আইপিএল খেলে যাব।'

৩৫ বছর বয়সী অলরাউন্ডার আগামী মৌসুমে আইপিএলে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলবেন। জুনে যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে আইপিএলের খেলাটা বেশ কাজে দেবে, মনে করেন ম্যাক্সওয়েল।

ম্যাক্সওয়েল বলেন, 'আইপিএল আমার ক্যারিয়ারের জন্য কতটা উপকারী ছিল, কী বলব! এবি (ডি ভিলিয়ার্স), বিরাটের (কোহলি) সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দুই মাস খেলা। অন্য ম্যাচগুলো দেখার সময় তাদের সঙ্গে কথা বলা। একজন খেলোয়াড়ের জন্য এটা দারুণ অভিজ্ঞতা।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে। তাই এবারের আসরে অস্ট্রেলিয়ার অনেক খেলোয়াড় সুযোগ পেলে ভালো হবে, মনে করেন ম্যাক্সওয়েল।

তিনি বলেন, 'আশা করি আমাদের অনেক অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় আইপিএলে সুযোগ পাবে। সেটা হলে বেশ কাজে দেবে। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজে কন্ডিশন প্রায় একইরকম (ভারতের মতো) থাকবে। কিছুটা শুকনো, স্পিন করা উইকেট।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR